আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

CC-10 (Hons)

~~দাক্ষিণাত্য ক্ষত~~

Q 'দাক্ষিণাত্য ক্ষত' বলতে কী বোঝ?

উঃ- ঐতিহাসিক Elphinstone, Vincent Smith প্রমুখের মতে ঔরঙ্গজেবের নীতি তার উদ্দীপন ভ্রান্ত আদর্শের উপর ভিত্তি করে। ইতিহাসবিদ- Jadunath Sarkar তাঁর 'History of Aurangzeb' (পাঁচ খণ্ডে) বলেছেন দাক্ষিণাত্য অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি ভুল কিছু করেননি, আসলে দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের ঐতিহ্য আগেও ছিল। তাঁর মতে, আকবর যেদিন বিন্ধ্য অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হয়েছেন, সেদিনই সেখানকার স্বাধীন রাজাদের সঙ্গে মুঘলদের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। আকবরের পথ অনুসরণ করে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ছিল তাই স্বাভাবিক ঘটনা। সব চেয়েও ঔরঙ্গজেব যেন সব হারানোর খেলায় মেতেছিলেন। দাক্ষিণাত্য বিজয় করতে গিয়ে তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বা এমন কিছু ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যেখান থেকে তিনি আর বেরোতে পারেননি। এই পরিণতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাই একে দাক্ষিণাত্য ক্ষত বা 'Decan Ulcer' বলা হয়।

আবার অধ্যাপক Jadunath Sarkar তাঁর 'Fall of the Mughal Empire' (চার খণ্ডে) গবেষণায় দেখিয়েছেন দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘদিন যুদ্ধে জড়িয়ে থেকে তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ইত্যাদি নানা দিক থেকে আহত করেছিলেন মুঘল স্বার্থকে। রাষ্ট্রের রাজধানী থেকে দূরে মোট প্রায় পঁচিশ বছর তিনি অতিবাহিত করেন দাক্ষিণাত্যে, তাঁর সাথে থাকে দক্ষ শাসক ও সৈন্যদল। ফলে উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা ধীরে ধীরে আঞ্চলিকশক্তিকে। ক্ষমতাশালী হয় নিয়ন্ত্রণে নেয় মুঘল শাসনের

Scanned by CamScanner

উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মমতা ও অর্থলোভী রাজপুরুষ ও স্থানীয় ভূস্বামীর দল; জাঠ, বুন্দেলা, মালব, রাজস্থানের বিদ্রোহের আমদানির অনুযায়ী, বিহার ও বাংলাতেও বিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকে; সুদূর দাক্ষিণাত্যে থাকার ফলে সবকিছু হয় অগোচরে থাকে, অথবা কিছুই করার থাকে না; দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ মুঘল রাজকোষের উপরেও চাপ সৃষ্টি করে। অনুৎপাদক খাতে ব্যয় হয় প্রচুর অর্থ। দাক্ষিণাত্যের অর্থনীতি মুঘল ও মারাঠা বাহিনীর দ্বন্দ্বে বন্ধ্যা হয়ে যায়। 'পোড়ামাটি' নীতি অনুযায়ী মারাঠা বাহিনী একের পর এক ক্ষেত্রেও জ্বালিয়ে দেয়, আর মুঘল বাহিনী লুঠ করে নেয় যা অবশিষ্ট থাকে তার সবটাই। শ্মশানে পরিণত হয় সমৃদ্ধ জনপদ। মুঘল বাহিনীর অভিযানের খরচ বহন করতে হয় অন্য অঞ্চলের রাজস্ব ও আয় থেকে; মুর্শিদকুলি খাঁর মতো দক্ষ প্রশাসক বাংলা থেকে অর্থ যোগান না দিলে আরও বিপদ হত। সৈন্যদের বেতন ক্রমাগত বাকি পড়েছিল। স্বজনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার ফলে ভেঙে পড়েছিল তাদের মনোবলও, সঞ্চারিত হচ্ছিল ক্ষোভ।

অধ্যাপক Satish Chandra তাঁর 'Parties and Politics at the Mughal Court' গ্রন্থে দেখিয়েছেন মারাঠাদের স্বাধীনতালাভের তাৎপর্য কেবল আঞ্চলিক ছিল না, মারাঠাদের সকল ভারতেই শুধু তৈমুরীয় আদর্শের দাবিদার ছিল না, এর ফলে মুঘল অভিজাত সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা তৈরী হয়। ঔরঙ্গজেব আসলে একদিকে লক্ষ্যপূরণ করতে গিয়ে অন্যদিকে ক্ষত তৈরী করেছিলেন, অভিজাতদের মধ্যে দলাদলি বাড়ার ফলে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল, তেমনি অন্যদিকে দেখা দিয়েছিল উত্তরাধিকারী সঙ্কট। এইসকল সঙ্কট থেকে মুঘল সাম্রাজ্য কোনদিন মুক্ত হতে পারেনি। আসলে সম্রাট সারাজীবন যুদ্ধ করেও সাম্রাজ্যকে স্থিতিশীল করতে তো পারেনইনি, উপরন্তু বিচ্ছিন্নভাবে

Scanned by CamScanner

সাম্রাজ্যকে দুর্বল করেদিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের রাজনৈতিক জীবনধারার সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের জীবনের চারিত্রিক আত্মিক মিল খুঁজে পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন নেপোলিয়ন তাই বলতেন স্পেনীয় ক্ষতই তাঁর পতন ঘটিয়েছে। তেমনি একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, দাক্ষিণাত্য ক্ষতই ঔরঙ্গজেবের তথা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

Scanned by CamScanner